আমাদের সময়

তারিখ ২১ DEC 2015
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

বার্ন ইউনিটে মিলবে বিশ্বমানের চিকিৎসা

হাবিব রহমান ●

ঢেলে সাজানো হয়েছে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিট। আমেরিকা বার্ন চিকিৎসার সবচেয়ে আপডেট বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আনা হয়েছে। এসব মেশিন বিশ্বের নামিদামি হাসপাতালে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া বার্ন ইউনিটের হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিট (এইচডিইউ) সাজানো হয়েছে আধুনিকভাবে।

সেবা মিলবে বিনামূল্যে

যুক্তরাষ্ট্র থেকে চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। এর ফলে দেশেই এখন পোড়া রোগীদের অত্যাধুনিক চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব।

বার্ন ইউনিটের এইচডিইউ ওয়ার্ড কিংবা হাইপারবেরিক অক্সিজেন থেরাপি জোনে গিয়ে যে কেউ ধাঁধায় পড়ে যেতে পারেন। কোনো নাম করা বিদেশি হাসপাতালে এসে পড়লেন কিনা– এমনটাই মনে হবে। আগের সেই খোলামেলা পরিবেশ সম্পূর্ণ পাল্টে ফেলা হয়েছে। বাড়তি কোনো দর্শনার্থী ভেতরে যেতে পারবেন না। রোগীর অ্যাটেনডেন্টকে নির্দিষ্ট পোশাক পরে ভেতরে ঢুকতে হবে। নেই কোনো পোড়া গন্ধ। ঝকঝকে মেঝে। সবকিছু সুন্দর করে সাজানো গোছানো।

বার্ন ইউনিটের কর্মকর্তারা জানান, গত দুই বছরের উল্লেখযোগ্য একটি সময় সরকার-বিরোধী ধারাবাহিক হরতাল-অবরোধে

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৪

বার্ন ইউনিটে মিলবে বিশ্বমানের চিকিৎসা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) সহিংসতার শিকার দগ্ধ মানুষের ঠাঁই মেলে বার্ন ইউনিটে। এসব রোগীকে সঠিক চিকিৎসাসেবা দিতে প্রাণপণ কাজ করেন চিকিৎসকরা। তখনই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মেনে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় বার্ন ইউনিটের দিকে। সেই অর্থেই বার্ন ইউনিট ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু হয়। ওই টাকায় সাম্প্রতিক সময়ে আমেরিকা থেকে দুটি হাইপারবেরিক অক্সিজেন থেরাপি মেশিন কেনা হয়েছে। যার প্রতিটির মূল্য সাড়ে ৩ কোটি টাকা। এছাড়া দেড় কোটি টাকা মূল্যে কেনা হয়েছে তিনটি বার্ন ট্যাংক। এসব যন্ত্রপাতি পরিচালনার জন্য দুজন চিকিৎসক আমেরিকা গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন। এছাড়া আমেরিকার এক্সপার্টরা বার্ন ইউনিটে এসে ৪০ জন স্টাফকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

দগ্ধ রোগীরা সবচেয়ে বেশি মৃত্যুঝুঁকিতে থাকেন শ্বাসনালি পুড়ে যাওয়ায়। শ্বাসনালি পুড়ে যাওয়া রোগী নিয়ে জটিলতার মুখোমুখি হতেন চিকিৎসকরাও। সুখবর হলো এসব দগ্ধ রোগীর চিকিৎসা এখন অনেকটাই ঝুঁকিমুক্ত। এটা সম্ভব হয়েছে হাইপারবেরিক থেরাপি মেশিনের কল্যাণে। এই থেরাপি শ্বাসনালি পোড়া রোগীর শরীর ফুলে ওঠা ঠেকাবে। একই সঙ্গে নতুন রক্তনালি তৈরির পাশাপাশি ঠেকাবে সংক্রামক জীবাণুও। এমনই আরও নানা ধরনের অত্যাধুনিক সেবা মিলছে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) বার্ন এবং প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটে।

চিকিৎসকেরা বলছেন, আগে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে পোড়া রোগী ড্রেসিং করা হতো। এটি রোগীর জন্য খুবই যন্ত্রণাদায়ক। সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবে বার্ন ট্যাংক। বার্ন ট্যাংকে রয়েছে অটো ড্রেসিং সরঞ্জাম। এছাড়া অ্যান্টিসেপটিক এবং বাথ ট্যাবেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

আমেরিকা গিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন বার্ন ইউনিটের চিকিৎসক ডা. মোহাম্মদ রবিউল করিম খান (পাপন) ও ডা. হোসাইন ইমাম। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক ঢামেক বার্ন ইউনিটের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মাদ রবিউল করিম খান আমাদের সময়কে বলেন, আমেরিকায় আমরা ১৬ দিন করে প্রশিক্ষণ নিয়েছি। সেখানে আধুনিক বার্ন চিকিৎসার বিভিন্ন বিষয় হাতে-কলমে শেখানো হয়।

তিনি বলেন, হাইপারবেরিক থেরাপি মেশিনে গড়ে একজন রোগীকে ১২০ মিনিট রাখতে হয়। এতে শ্বাসনালি পোড়া দগ্ধ রোগীর শরীরে সঠিক উপায়ে অক্সিজেন সরবরাহ, শরীর ফুলে যাওয়া ঠেকানো, সংক্রামক জীবাণু থেকে সুরক্ষা এবং নতুন রক্তনালি তৈরির মতো সুফল পান। কারণ শ্বাসনালি পুড়ে গেল তা ফুলে সংকুচিত হয়ে আসায় রোগীর মৃত্যু হতে পারে। ব্রেস্ট ক্যানসারের রোগীদের রেডিও থেরাপি দেওয়ার সময় অনেক ক্ষেত্রে মাংসপেশিতে পচন শুরু হয়। এই মেশিনের মাধ্যমে চিকিৎসা দিলে সেটি রোধ করা সম্ভব। এছাড়া ব্রেন স্টোক, ডায়াবেটিক রোগীদের চিকিৎসায়ও নতুন মাত্রা দেবে এটি। বার্ন ইউনিটের চিকিৎসকরা বলছেন, প্রথমবারের মতো এমন আধুনিক সব যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সেবা পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। বাংলাদেশের প্রথম সারির কোনো বেসরকারি হাসপাতালেও এসব যন্ত্রপাতি নেই। গরিব রোগীরা বিনা খরচেই পাচ্ছেন এসব সুবিধা। এসব আয়োজনের মাধ্যমে ঢামেক বার্ন ইউনিটের চিকিৎসাসেবা অনন্য উচ্চতায় প্রবেশ করল বলে মনে করছেন তারা।

বার্ন ইউনিটের প্রধান সমন্বয়কারী ডা. সামন্ত লাল সেন আমাদের সময়কে বলেন, নতুন আনা এসব যন্ত্রপাতি সাধারণ রোগীদের জন্য বিশেষ করে গরিব মানুষের অসাধারণ এক পাওয়া বলে মনে করি। একেবারে বিনামূল্যে এসব সেবা পাবেন রোগীরা।

একজন চিকিৎসক জানান, এক দগ্ধ রোগীর ঘাড় চিকিৎসা চলছিল ৬ বছর ধরে। এই নতুন মেশিন আসার পর মাত্র কয়েক দিনের চিকিৎসায় তিনি বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এসব নতুন সরঞ্জামের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১৩ জনের সফল চিকিৎসা শেষ হয়েছে।

বার্ন ইউনিট সূত্র জানায়, হাইপারবেরিক মেশিনের ভেতরে শুয়ে শুয়ে রোগী চাইলে টেলিভিশন দেখতে পারবেন। এছাড়া কথা বলার জন্য রাখা হয়েছে টেলিফোনও।